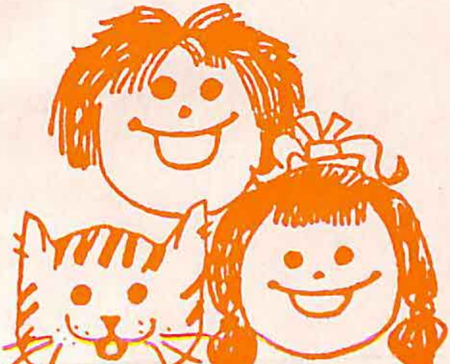
পূর্ণেন্দু পত্রী

আলটুং ফালটুং



আলটুং ফালটুং

পূর্ণেন্দু পত্রী



পুষ্প — তের, বাঙ্গুর এভিন্যু, কলিকাতা পঞ্চান্ন

প্রচ্ছদ ও অলংকরন
শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮০ দ্বিতীয় প্রকাশ ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮। প্রকাশক ভারতী দত্ত 'পুষ্প' প্রযত্নে 'ঘোষ লাইব্রেরী' ১৩, বাঙ্গুর এভিনু্য 'বি' ব্লক কলকাতা ৭০০০৫৫ মুদ্রক—সন্তোষী প্রিণ্টার্স, গৌর হরি দিণ্ডা ২২, ধনদেবী খান্না রোড, কলকাতা-৫৪।

দশ টাকা

তোতোন ও তুকাইকে



আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্য বই

★ ছেলেটি এবং মেয়েটি

★ ইল্লি বিল্লি

বড় ভাই বাদশা
ছোট বোন বিবি,
চকলেট চানাচুর
কোনটাকে নিবি ?
কোনটায় লোভ কার
মিষ্টি না টক ?
এই নিয়ে ভাইবোনে
শুধু বক্ বক্ ।



এদিক ওদিক তাকাও
ঘাড় খানাকে বাঁকাও
যা কিছু সব ছড়িয়ে আছে
তাতেই পাবে ছড়া,
যদি লিখতে পারো।
এই পুকুরের কানায়
ঐ পাখীটার ডানায়
যা কিছু রঙ জড়িয়ে আছে
তাতেই যাবে গড়া
যদি লিখতে পারো।
হাঁসের হাসাহাসি
জলের ভাসাভাসি
টলমলানো যে সুর ছ্যাখো
তা থেকে নাও ছন্দ
যদি লিখতে পারো।



বেগমবাহার ফুলটির
বেগ্‌নী রঙের চুলটির
মনভোলানো যে রূপ দ্যাখো
তাথেকে নাও গন্ধ
যদি লিখতে পারো।
সাতরাজ্যের পিছু
ঘুরেও যদি কিছু
ছন্নছাড়া হওয়া ছাড়া
ছড়া না পাও খুঁজে
যদি লিখতে পারো।
ঘুমের মধ্যে চালাও
স্বপ্ন-রাজ্যে পালাও
ছড়ানো লাখো তারার ছড়া
কুড়োও চোখটি বুজে
যদি লিখতে পারো।



আমি যদি বাঁই বাঁই
রোদে যাই জলে যাই
ঘুরে মরি চরকি,
তোর কি ?
আমি যদি হাঁই হাঁই
এটা খাই ওটা খাই
চাঁটি-পুটি বরফি
তোর কি ?



খান না, খান না।
আদা আছে ছোলা আছে
করে দিই রান্না।
মুলো বেটে করে দিই
জিলিপির পেঁচকি।
কোলা ব্যাঙ ধরা আছে
কালজিরে ছেঁচকি।
আরশোলা ভাজা আছে
খান যদি চাউমিন
হাঁউ মাঁউ খিদে পাবে
সপ্তাহে সাতদিন।
খান না খান না,
একি হল? মেনু শুনে
জুড়লেন কান্না?



হাসপাতালে লোহার খাট
কু ঝিক্ ঝিক্ কোলার ঘাট।
লোডশেডিংএ লম্ফ জ্বলে
তোর্সা নদী জোরসে চলে।
লম্ফ-ঝম্প করার পর
কম্প দিয়ে গায়ের জ্বর।
টুংকু মাসী রাগলে টং
ছড়াটা খুব জবড়জং।



বাবলিকে বললাম, বাবলি
সাতফুট হাইটের সামান্য কম বা
মোটাসোটা লম্বা
গালে গাল-পাট্টা
কথা বলে মিহি মিহি, রেগে গেলে খাট্টা
পায়ে লাল নাগরা
জামা যেন ঘাগরা
কানে তুটো ছোটো তুল
মাথায় জোড়া পাগড়ী
ছাঁটা চুলে বাবরি
একখানা দাঁত তার সোনা দিয়ে বাঁধানো
হাতে লাঠি বাগানো
আঁক দেখি কাবলী।



আমাদের এক বিড়াল আছে
মিলি
তার আবার তিনটি ছেলে
পিলি।
টুটুল বাবুর পড়ার টেবিল
তারই
নীচে তাদের বসবাসের
বাড়ি।
পেট ভরাচ্ছে কতই না সাত
পাঁচে
নজর তবু রান্নাঘরের
মাছে।



আগে সে মানুষ ছিল
হয়ে গেছে ভূত,
এখন চাকরী করে
ভাগাড়ের দূত।
বললে সে দেখ ভাই
কত ছিল পুন্যি
তাই কিনা বৌ হল
কালো শাঁখচুন্নি।
এই বলে হাসলো সে
আড়াই শো দাঁত তার।
ভূতোনাথ তাই দেখে
ভিরমিতে গেল বেঁকে
সারা বাড়ি ডাক ছাড়ে
ডাক্তার! ডাক্তার!



হাতে খিল পায়ে খিল ?
খেয়ে নাও জেলুসিল ।
জোর নেই লিভারে ?
খাও তবে ভিভারে ।
চিৎপাত পড়ে আছো ?
ঠ্যাং ভেঙ্গে মুচকা ?
এখ্যুনি পেটে পোরো
গোটা কুড়ি ফুচকা ।



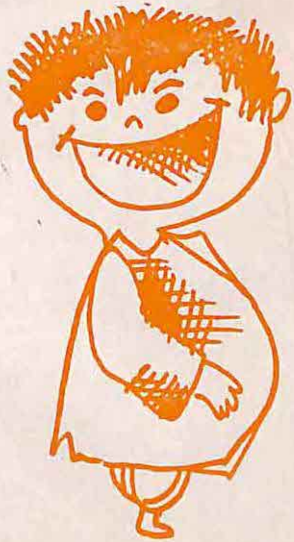
ভৃঙ্গী বললে নন্দীকে
ও ভাই আমার নন্দী
সিমলে পাড়ার মালপো খাবো
আঁটতে পারিস ফন্দী ?
নন্দী বললে ভৃঙ্গীকে
ভাইরে আমার ভৃঙ্গী,
ওসব রাস্তা চেনে কেবল
দুগ্‌গা মায়ের সিংগি।



এক ছিল উলুখাগড়া
গায়ে ও গতরে তাগড়া
মাথাভরা চুল ঝাঁকড়া।
দেখে রাজা হাঁকে, দারোয়ান
শিগ্‌গির ওকে পাকড়া।
যুদ্ধে যাক্ ও মরতে
বাজারে কাড়া ও নাকড়া।



কাজ করা ভাল নয়। ভাল বাক-
বিস্তার।
একবার শুরু হলে নেই আর
নিস্তার।
যেন বান্ ডেকে আসে ঘোলা জল
তিস্তার
ফণা তুলে সাপ নাচে, নেই শুধু
বিষ তার।



মাসটা তখন মে জুন
আকাশে ভীষণ গ্রীষ্ম।
মুখে জল ঢালে অর্জুন
শরশয্যায় ভীষ্ম।
কুরুক্ষেত্রে একবার
ঘটেছিল এই দৃশ্য।



পুঁচকে
এক ফোঁটা ছুঁচকে
দিতে পারো মুচকে ?
পারলে ?
একটা ছুঁচের কাছে হারলে।



পিঁপড়ে
খুঁটে খায় ছিবড়ে।
তার পেট থেকে কিছু
নিতে পারো নিংড়ে ?
পারলে ?
পিঁপড়ের কাছে তুমি হারলে।

এক ছিল সাদা উল
বোনা হল গাঁদা ফুল।
নীল উলগুলো তার
বোনা হল পুলোভার।
উল ছিল লালচে
বোনা হল গালচে।
ছিল কালো উল্‌ কি ?
থাকলে তো ফোটাতাম
আগুনের ফুলকি।



আজ কী খেলি ?
মালদা।
কাল কী খাবি ?
ঘাটাল।
রাক্ষুসী! তোর পেট কী খিদের
খাটাল ?



রাধার মায়ের ঝিকে
দুপুর বেলায় ডুমুর তলায়
কামড়ালো চামচিকে।
কান্নাকাটির হদ্দ।
হায় কি হলো, হায় কি হবে
কি বলবে মোর মদ্দ!
কি বলবে মোর পিসে
চাঁপার কলি রঙ যদি হয়
ভুতভুতে মিশমিশে।
কি বলবে মোর খুড়ি
উনোন মুখোর মতন যদি
আমিও নাচ জুড়ি।
ভাবতে ভাবতে শেষে
শিবতলাতে এসে
মানত করল কপাল ঠুকে
চাল, কলা, পাঁচসিকে।



লিখুক বা না-লিখুক
মনে থাকে ছন্দ।
ফুটুক বা না-ফুটুক
ফুলে থাকে গন্ধ।
ঘটুক বা না-ঘটুক
তবু দেখে স্বপ্ন
জুটুক বা না-জুটুক
তবু মাগে অন্ন।



যেই না গাড়ির হুশ্ করা
গাড়ি চলে গেল গুসকরা।
যেই না গাড়িতে মাল তোলা
গাড়ি চলে গেল লালগোলা।
যেই না গাড়ির গিয়ারে জার্ক
গাড়ি চলে গেল ডিয়ার পার্ক।



বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
কলকাতাতে বান
ডবলডেকার হলেন বেকার
ট্যাক্‌সিরা সব সাঁতার শেখার
হাবুডুবু খান।



বানান জানিনা, তাই
লিখি সব বানিয়ে।
কুংফু জানিনা, তাই
জিভ্ রাখি শানিয়ে।



হাট্টিমা টিম্ টিম্
তাদের খাড়া দুটো শিং।
তারা এমন বোকার ডিম
নিজেকে খুন করে বলে,
মার্টিন লুথার কিং।



সেদিন গেলাম ভিকটোরিয়ায়
যা দেখি সব পিক্‌টোরিয়াস
এনসিয়েন্টো হিসটোরিয়ায়
সব মানুষই ভিকটোরিয়াস।



ডালিম গাছে আঁধার নাচে
ছমছমাচ্ছে গা।
কলকাতাকে খুঁজতে এসে
কৈখালিতে পা।

কৈখালিতে মামার বিয়ে
আহ্লাদে হাঃ হাঃ
জেনারেটার জুটল না তাই
বিয়ে হল না।



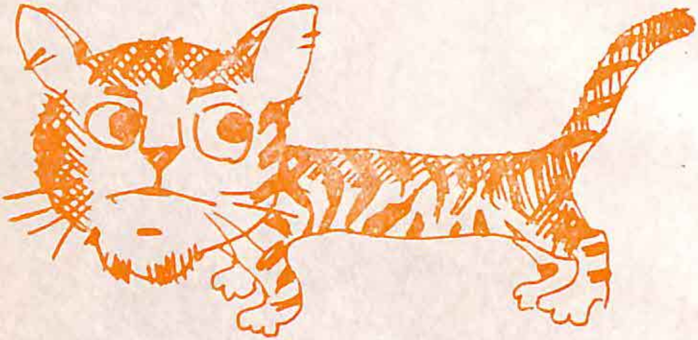
সামনে আবার ইলেকশান
মাথার মণি নেতারা সব
যে যার জিভে দিলেক শান্।
কাঁকরমণি ক্রেতারা সব
করবে তাদের সিলেকশান।



অবিশ্রাম তো লিখ্‌লি কাব্যি
দেশকে নিয়ে কখন ভাব্‌বি
শুনি ?
ঘরের মধ্যে রইলি কুনো
দেশ জুড়ে যে জমাট খুনে-
খুনি ।



বাগানে ছিল বাঘের পো
তাহার ছিল ভীষণ গোঁ।
গরু ছাগল খাবে না সে
অরুচি তার মুরগি হাঁসে
নাদুস-নুদুস মানুষ ছাড়া
সব খাওয়াতেও অতৃপ্তো।



এই ফলটার নাম বল্‌তো ?

মাকাল।

এই কালটার নাম বল্‌তো ?

আকাল।

এই কাজটার নাম বল্‌তো ?

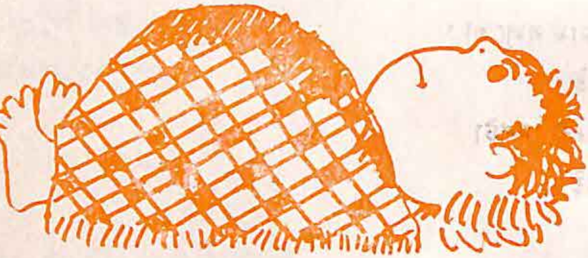
চোরাই।

এবার তোকে এই দেশটা

ঘোরাই।



ইন্তিড়ি বৃক্ষের তিন্তিড়ি ফল
না খেলে নাভিশ্বাস, খেলে অম্বল।
খেয়েছিল মিন্তিড়ি পিন্তিড়ি বল
পেট ফুলে জয়ঢাক, গায়েকম্বল।



ডাকাত ! ডাকাত !
কোথায় ডাকাত ?
কাল ডাকাতের বে ।
যার যা আছে পয়সা-কড়ি
গয়নাগাটি, হাতের ঘড়ি
বাক্‌সো খুলে দে ।
ডাকাত যাবে বিয়ে করতে
সঙ্গে যাবে কে ?
তিনটে খুনী ডানকুনিতে
গরদ পরেছে ।



রঙটা যদিও কম কালো
গোঁফ দাড়ি চুল জমকালো
সে এসে আমাকে সন্তালো
কোথায় আলুর দম ভালো
দেখেই তো বুক চমকালো
তার চেয়ে বুঝি যম ভালো।



মুর্শিদাবাদে জল ।
রোল ওঠে কান্নার।
কলকাতা শুনে কাঠ
জল নেই রান্নার।



অরুণবাবুর নিকট
জ্ঞাতি
ধরুন শেখেন
হোমোপ্যাথি
ঠাকুর করুন, ছড়াক
খ্যাতি।



আবিষ্কার কি এমনিতে হয় ?
প্রয়োজনেই পাইলো।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে ?
গামলা ভরা মাইলো।



উলু দে, উলু দে।
বৌ নিয়ে ঘরে এল
বেহালার বুলু দে।
মন্মথ ডাক্তার
বৌ দেখে চোখ তার
সুখে ঢুলু ঢুলু যে।



খেঁকশিয়ালি যাচ্ছিল এক

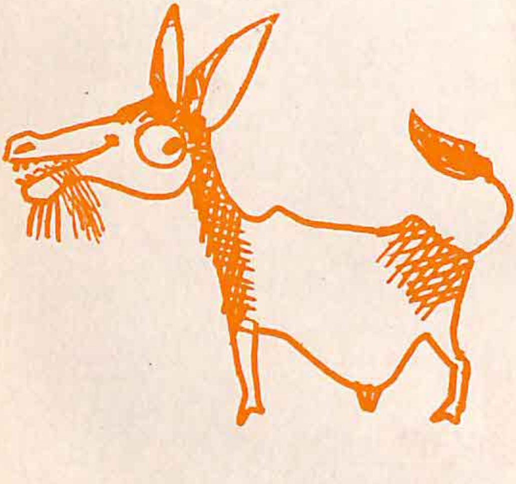
মচ্ছপে

ল্যাজ ধরে তায় কামড়াল এক

কচ্ছপে।



তিনটে কাগের ছা
চালতা গাছে চিল্লিয়ে যায়
খা খা খা।
তিনটে ছাগের পো
মুচমুচে ঘাস চিবিয়ে হাসে
হো হো হো।



কান ছোঁয়া হাসি তার
সাদা সাদা দাঁত
দাঁত নয়, দু পাটিতে
দুখানা করাত।



হাতি হাতি হাতি
দশ হাত ছাতি
গায়ে নেই লোম
এলোমেলো চুলে
পা হুখানা তুলে
বসে আছে সোম।



এক বাটি সর চাই
কত টাকা দর ভাই ?
তিনি টাকা চার পাই ?
কিনি যদি ধার পাই ।



হাজার লোক চলছে ফিরছে
হাঁটছে হাওড়া ব্রীজে
গাইকোয়াড় দাঁড়িয়ে আছে
জামাইকার ক্রীজে।
জামাইকার ক্রীজে দাদা
হাইস দ্যাট হাউ
হোলডিং-এর বল বলছে
হাঁউ মাঁউ খাঁউ।



শালিক শালিক ডাক ছাড়ি
শালিক গেছে শালকে
বুড়ো শালিকের বিয়ে ছিল
শালবনিতে কালকে।



হাতি হাতি হাতিরে
কত তোর ছাতিরে !
হাতি হাতি হাতুরি
চোখে মুখে চাতুরি ।
হাতি হাতি হাতালুম
তোকে সাথী পাতালুম ।



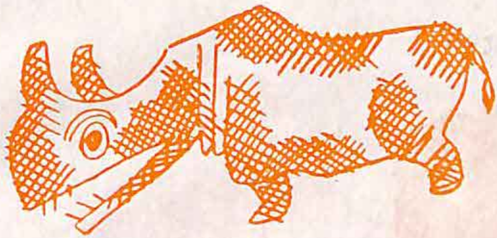
ক্যালকাটাতে কাল কাটাতে
রাখবে শুধু মালুম
লেফ্‌ট-রাইটে ডাকসাইটে
মিনিবাসের হালুম।



কোথা তুই চল্‌লি ?
বিল্লি রে বিল্লি !
আজ যাব পল্লী
কাল নয়া দিল্লী।



এক ছিল গণ্ডার।
লুচি দাও দই দাও
খোয়া ক্ষীর খই দাও
ঝালমুড়ি ডালমুট
চাখবে না একমুঠ
লোভ শুধু মণ্ডার।



সারা গায়ে বাঘ-ডোরা
এ কী জামা বানালি ?
এই পরে যাবি নাকি
কাশী, কুলু-মানালি ?
এ কী প্যান্ট ! ঢলঢলে
ছিঁড়বে যে দু টানে !
এই পরে যাবি নাকি
ভাটপাড়া, ভুটানে ?



পানকৌড়ি ! পানকৌড়ি !
খেতে দেব পান মৌরি
লক্ষ্মী আমার, নাকের থেকে নাম রে।
পাগড়ি এঁটে ঢেকেছি টাক
নরুন দিয়ে কাটবো কি নাক ?
ঝক্কি আমার, হায় সীয়ারাম রাম রে।



আমাদের ইস্কুলে এক ছিল বাঘ নয়
বাগ
অঙ্কের মাষ্টার যোগে ভুল হলে তাঁর
রাগ।
রাগলেই বাঘ হয়ে এই বুঝি লাফ নয়
ঝাঁপ
আঁক যার মিলে গেলো তার বেলা সাতখুন
মাপ।



ঐ হেঁটে চলেছেন বলরাম
বড়ুয়া,
হাতে বই, কাঁখে বই, খুব বড়
পড়ুয়া।
চাইলেই বই চাই, না পেলেই
দাবড়ি,
বই যেন দই-বড়া, খোয়া-ক্ষীর
রাবড়ি।



ভূতের নেই ভবিষ্যৎ
ঢোল—কে বলে নহবৎ
ভূত জানে না সহবৎ
ভূতের খুরে দণ্ডবৎ।



ভুলো বাবুদের হুলো বেড়ালটা
সত্যি বলছি রাক্ষুসে,
এক গ্রাসে খেলো সাতকিলো মাছ
সেদিন দেখেছি চাক্ষুসে।
এখ্যুনি ওকে ঝাঁটা পিটে তাড়া
তুলো বাবু কন নাক ফুঁসে,
ভুলো বাবু হাঁকে, ও বৃন্দেবন
পুষুমনিটাকে রাখ পুষে।



খাচ্ছিল বুড়ি, বুড়ি নয়, থুড়ি
বুড়োটা,
মাছের ল্যাজাটা, ল্যাজা নয়, থুড়ি
মুড়োটা।
কাঁসার থালায়, থালা নয়, থুড়ি
বাটিতে
পিঁড়ে পেতে বসে, পিঁড়ে নয়, থুড়ি
মাটিতে।



নুলো বাবুর ছোট ছেলে
ভুলো গেল শুতে
মুলোর মতো কালচে দাঁতে
কামড়ে দিল ভূতে।
কামড় খেয়ে ভুলোর ফুলো
শরীর হল কাঠি।
ভূত-তাড়ানো ওঝা এসে
মাথায় মারে চাঁটি।



বাবু কহিলেন, মাকড়া
তোর চুল কেন ঝাঁকড়া ?
চেঁছে-পুছে মাথা মুড়োবার
নাপিত এখুনি পাকড়া।
আমাদের এই বাড়ি নয়
যাত্রাদলের আখড়া।



কুচকুচে এক কালো বেড়াল
মুখখানা ঠিক হুঁকো
দেখতে পেয়েই মুচ্ছা গেলেন
গোবিন্দলাল মুকো।
খবর পেয়ে বোম্বে থেকে
চিঠি লিখলে জামাই
এই ফিরেছি কুয়েৎ থেকে
আবার আপিস কামাই ?



এক ছিল বাঘ
বাঘ নয় কাগ
কাগ নয় বগ
বগ নয় ঠগ
ঠগ নয় ব্যাং
সাদা সাদা ঠ্যাং
সাদা নয় লাল
লাল নয় জাল
জাল নয় খাঁটি
মারি তোকে চাঁটি ।



আদালতের আইন,
মাতৃভাষায় কথা বললে
হাজার টাকা ফাইন।
খবরখানা কানে যেতেই
গঙ্গাপদ পাইন,
দুপুর বেলার হাসি থামান
রাত্রি যখন নাইন।



আমড়াগাছে কামড়াকামড়ি
ডালিমগাছে কে ?
চিমড়েপটাস্ শাঁকচুন্নীর
চিমসে রাতে বে ।
বর এসেছে বীরের ছাঁদে
বরটি কাহার পুত ?
হোগলা বনের ফোকলা-দেঁতো
চোগ্‌লা ওঠা ভূত ।



ছোটদের জন্যে মনের মতো ছড়া-লিখিয়ে এখন গোনা-গুনতি একজন কি দুজন। আর মজার ছড়ার সঙ্গে মজাদার ছবি এঁকে মাৎ করতে পারেন একজনই—তিনি পূর্ণেন্দু পত্রী। ছোটদের জন্যে অনেক বই লিখেছেন তিনি। কিন্তু ছড়ার বই এই প্রথম। আমরা জানি, এখন থেকে ছোটদের মুখে মুখে ফিরবে এই বইয়ের মুচমুচে ছড়াগুলো।

